যায়যায়দিন

তারিখ ... 1 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

প্রাথমিক শিক্ষকরা আঁধারে

জাতীয়করণ নিশ্চিত করুন

দেশ গঠনে শিক্ষিত জাতির প্রয়োজন। এ জন্য বলা হয়েছে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। শিক্ষকরা নিজেদের মেধা, শ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শক্ত ও মজবুত করে গড়ে তোলেন জাতির ভিত। শিক্ষকদের আদর্শ ও নীতি শিক্ষাই একজন নাগরিককে সৎ, নির্লোভ ও দেশপ্রেমী নাগরিক হতে উদ্বুদ্ধ করে। সত্য যে, আমাদের দেশের শিক্ষক সমাজ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সর্বদা সংগ্রামশীল। আগামী প্রজন্মকে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত, তারা যদি প্রতিনিয়ত অভাব-অনটনের মধ্যে বাস করেন তাহলে আমরা কীভাবে সুস্থ ও যোগ্য নাগরিক পাব? সমাজের অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু পরিবর্তন হয়নি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবনমান। গতকাল যায়যায়দিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশের লক্ষাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি গত ৯ জানুয়ারি জাতীয়করণের আওতায় আনার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চার মাস ধরে চলছে জাতীয়করণের আওতায় আনার জন্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর যাচাই-বাছাই করার কাজ। গত বছর বাজেট ঘোষণার আগেই বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করার ঘোষণা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানেও দেরি হয়। জাতীয়করণ রূপরেখা ও অধিগ্রহণকৃত বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক আত্তীকরণ বিধিমালা প্রণয়নের কাজ। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী গত ১ জানুয়ারি ৯১ হাজার ২৪ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে আগামী ১ জুলাইয়ে আরো ৯ হাজার ২৫ শিক্ষক এবং আগামী ১ জানুয়ারি আরো ৩ হাজার ৭৯৬ শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ হওয়ার কথা। এখন শিক্ষকরা এ ব্যাপারে কতটা আশাবাদী হতে পারবেন, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতার এই ৪২ বছরে দেশের যেসব খাতে সর্বাধিক উন্নয়ন ঘটেছে তার মধ্যে শিক্ষা খাত অন্যতম। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে- শিক্ষা খাতে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলতে দারিদ্র্যের কশাঘাতে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখচ্ছবি তুলে ধরা হতো, সেই পরিস্থিতি থেকে আমরা এখনো বের হয়ে আসতে পারিনি। এখন একজন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসে প্রায় ছয় হাজার টাকা বেতন পান। অন্যান্য শিক্ষকের বেতন আরো কম। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে এত কম টাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে টিকে থাকা শত দুরূহ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকারিকরণ হলে তা বেড়ে ১২ থেকে ১৩ হাজারে উন্নীত হওয়ার কথা।

তথ্যমতে, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় ১৯৯৩ সালে। এর আগে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর আমলে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়। এছাড়া খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা, বর্তমানে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষায় তালিকাভুক্তির হার আশাব্যঞ্জকভাবে বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এখনো ঝরে পড়ার হার সন্তোষজনকভাবে কমিয়ে আনা যায়নি। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে সরকারের পাশাপাশি দায়িত্ব রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষকদেরও। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক যদি অর্থনৈতিক প্রান্তি থেকে বঞ্চিত হন তাহলে তাদের পক্ষে সঠিক দায়িত্ব পালন করা কষ্টসাধ্য। সঙ্গত কারণে শিক্ষকদের প্রতি সুদৃষ্টি দেয়ার অর্থই হচ্ছে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়া।

গত বছরের ডিসেম্বরে বেসরকারি এ শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আত্মাহুতি দেয়ার ঘোষণা দিলে প্রধানমন্ত্রী তাদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সে ঘোষণার এক বছর পূর্ণ হলেও জাতীয়করণের প্রথম ধাপের কাজই এখন শেষ হয়নি। এটা দুঃখজনক।

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের জন্য গত ২৩ বছর ধরে আন্দোলন করেছেন। সে আন্দোলন সফল হয়েছে; কিন্তু আন্দোলনের সুফল তারা ভোগ করতে পারছেন না। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে আর গড়িমসি করবেন না। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মনে যে আশার আলো দেখা দিয়েছে, তা কর্তৃপক্ষের গ্রথগতির কারণে যেন ম্লান হয়ে না যায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি প্রতিশ্রুতি পূরণের অন্তরায়গুলো দূরীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।